বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে

আপিল বিভাগ

উপস্থিত

জনাব বিচারপতি মুহাম্মদ ইমান আলী

জনাব বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার

জনাব বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী

সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১৯৭৭/২০১৭

(হাইকোর্ট বিভাগ এর রিট পিটিশন নং ৮৬৮৩ /২০১৭ এর ০৮.০৩.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত)

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হেড অফিস কমপ্লেক্স, প্লট নং এফ-১৮/এ, শেও-ই-বাংলা নগর, প্রশাসনিক অঞ্চল, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ এর প্রতিনিধিত্বে)

পিটিশনার

বনাম

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (কমপ্রেসর অপারেটর) এবং অন্যান্য

রেসপনডেন্ট

পিটিশনার পক্ষে: অ্যাডভোকেট জনাব তানজীবুল আলম, ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব হেলাল আমিন, অ্যাডভোকেট অন-রেকর্ড

রেসপনডেন্ট নং ১ এর পক্ষে: অ্যাডভোকেট জনাব সৈয়দ আহমেদ এবং অ্যাডভোকেট জনাব সৈয়দ মুহেইমেন বকস ইন্সট্রাক্টেড বাই অ্যাডভোকেট জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী

রেসপনডেন্ট নং ২-১১ এর জন্য: কেউই প্রতিনিধিত্ব করেননি

শুনানির তারিখ এবং রায়: ৬ ডিসেম্বর, ২০২০

রায়

বিচারপতি মুহাম্মদ ইমান আলী:

এই সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের এর ক্ষেত্রে ৭৭ দিনের বিলম্বকে মার্জনা করা হলো। এই সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীলটি হাহাইকোর্ট বিভাগ এর রিট পিটিশন নং ৮৬৮৩ /২০১৭ এর ০৮.০৩.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা পূর্বের রুল অ্যাবসিলিউট করণের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

এই রীট পিটিশনের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, গ্যাস ট্রান্সমিশন সংস্থা লিমিটেড (জিটিসিএল), যা পেট্রো বাংলার মালিকানাধীন এবং ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার ২৭ এর অধীনে একটি বিধিবদ্ধ কোম্পানী, কমস্প্রেসর অপারেটর এবং টেকনিশিয়ান পদসহ অন্যান্য পদে নিয়োগের জন্য বিগত ২৪.০৬.২০১১ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। তদনুসারে, রীট-পিটিশনার নং ১-৩ কমস্প্রেসর অপারেটর এবং রীট-পিটিশনার নং ৪ পদে টেকনিশিয়ান পদে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীতে, রীট-পিটিশনারগণ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং তারা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ন হন। জিটিসিএল কর্তৃপক্ষ ২২.০৭.২০১২ ইং তারিখের HR/RT/Appoint-10/740 নং স্মারক মূলে কমস্প্রেসর অপারেটর এবং টেকনিশিয়ান পদে প্রার্থী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি জুনিয়র সিলেকশন কমিটি গঠন করে। কমিটি বিগত ২০.০৯.২০১২ তারিখের একটি প্রতিবেদন দ্বারা অপারেটর পদে রীট-পিটিশনারসহ সাতজন প্রার্থীকে ৫৫০০-১২০৯৫/- টাকা বেতন স্কেলে এবং ৪ নং রিট-পিটিশনার সহ আরও তিনজন প্রার্থীকে ৫২০০-১১২৩৫/- টাকা বেতন স্কেলে টেকনিশিয়ান পদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। পরবর্তীতে, জিটিসিএল-এর হিউম্যান রিসোর্স ডিভিশন, বিগত ৩০.০৯.২০১২ তারিখের HR/RT/Appoint-10/10.02/933 নং স্মারক মূলে প্রার্থীদের সনদ এবং অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এর জন্য দুটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি বিগত ১৯.১১.২০১২ এবং ২০.১১.২০১২ তারিখ এগুলো সঠিক মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করে।

পরবর্তীতে, জিটিসিএল বিগত ১৯.০২.২০১৩ তারিখ কোটা পদ্ধতি যেমন মুক্তিযোদ্ধা কোটা, মহিলা কোটা এবং জেলা কোটা ইত্যাদি কোটা বিবেচনায় রেখে সফল প্রার্থীদের সুপারিশের লক্ষ্যে

অন্য একটি অফিস আদেশ নং ২৮.০১২.০১১.৩.০০. ০০৫.২০০৫.৫৩ এর মাধ্যমে পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে জুনিয়র সিলেকশন কমিটি পুনর্গঠন করে। তদানুসারে, উক্ত পুনর্গঠিত কমিটিও অপারেটর পদে রীট-পিটিশনার নম্বর ১-৩ কে এবং টেকনিসিয়ান পদে রীট-পিটিশনার নং ৪ কে প্রস্তাব করে।

যাই হোক, রীট- রেসপনডেন্ট নং-৩ জিটিসিএল পরিশেষে রীট-পিটিসশনারগণকে নিয়োগ প্রদান করেনি এবং যখন রীট-পিটিশনারগণ চুড়ান্ত নিয়োগপত্র পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, সে সময় জিটিসিএল বিগত ২৩.০৭.২০১৫ তারিখ রীট-পিটিশনারগণের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিগত ৩০.০৭.২০১৫ তারিখ সে সিদ্ধান্ত তর্কিত ৩০.০৭.২০১৫ তারিখের স্মারকমূলে দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ধরনের বাতিলকরণের কারণে সংক্ষুব্ধ হয়ে রীট-পিটিশনারগণ হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ রুল নিসি জারী করেন। আরও বলা হয়েছে যে, পুনর্গঠিত কমিটির বৈঠকে প্রশাসনিক প্রতিনিধির অনুপস্থিতির কারণে এবং প্রশাসনিক প্রতিনিধি কর্তৃক রীট-পিটিশনারদের নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশে স্বাক্ষর না করার কারণে জিটিসিএল উক্ত রিট-আবেদনকারীদের নিয়োগ প্রদান করতে পারেনি। হাইকোর্ট বিভাগ রুল জারির সময়, বিগত ২৪.০৮.২০১৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তিনটি অপারেটর পদ এবং একটি টেকনিশিয়ান পদ ০৬ (ছয়) মাসের জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেয়, যার মেয়াদ পরবর্তীকালে সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়।

৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট হিসেবে জিটিসিএল এফিডেভিড ইন অপোজিসন দাখিল করে রুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অন্যান্য ব্যাক্তব্যের সাথে বর্ণনা করেন যে, জিটিসিএল-এর বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশগুলি অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয় ছিল এবং এ কারণে রীট পিটিশনার কর্তৃক রীট এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন না। যথাযথ প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষেকে শুনানির পর তর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে উক্ত রুল নিসিকে অ্যাবসিলুট করা হয়। ফলশ্রুতিতে, ৩নং রীট- রেসপনডেণ্ট এই সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করেছে।

এই পিটিশনটি আদালত কর্তৃক তথ্য- প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ এর বিধানের আলোকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী হয়েছে।

পিটিশনারের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব তানজীবুল আলম, পিটিশনার পক্ষে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে বক্তব্য পেশ করেছিলেন যে, হাইকোর্ট বিভাগের বিগত ০৮.০৩.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশে আইনগত ত্রুটি রয়েছে, হাইকোর্ট বিভাগ এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, পিটিশনার কর্তৃক যথাযথ আইনগত ক্ষমতার ভিত্তিতে জারী করা বিগত ৩০.০৭.২০১৫ তারিখের নিয়োগ বাতিল আদেশ এবং ১০.০৮.২০১৫ তারিখের নতুন বিজ্ঞপ্তি আইনগতভাবে সঠিক ছিল। তিনি বলেন যে, রীট পিটিশনটি সভার গোপনীয় সিদ্ধান্তের দালিলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দায়ের করা হয়েছে, যা রীট-পিটিনারগণকে জানানো হয়নি এবং রীট-পিটিনারগণ বেআইনী উপায়ে এ জাতীয় গোপনীয় তথ্য পেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, রীট-পিটিনারগণেকে কখনও জানানো হয়নি যে তারা টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল কিনা। তিনি আরোও বলেন যে, বিগত ২০.৮.২০১৪ তারিখের সুপারিশটি চূড়ান্ত নয়, কারণ জুনিয়র সিলেকশন কমিটির একজন সদস্য, রেসপন্ডেণ্ট নং ৮ তাতে স্বাক্ষর করেননি। সুতরাং, রেসপনডেন্ট নং ৩ এর পক্ষ হতে রিট পিটিশনারদেরকে কখনো কোনও আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি এবং ফলে আইনগত প্রত্যাশার কোন লঙ্ঘন হয়নি। তিনি বলেন যে, সরকারের কোন নোটিং রীট এখতিয়ার এর মাধ্যমে কার্যকর করা যায়না-এই প্রতিষ্ঠিত বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগ অনুধাবন করতে পারেননি। সুতরাং, জিসিটিএল-এর অভ্যন্তরীণ কাগজ পত্রের ভিত্তিতে কোনও আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি বলেন যে, রীট-পিটিশনারগণের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ১২ এবং ১৪ আগস্ট ২০১৫-তে প্রকাশিত কম্প্রেসর অপারেটর এবং টেকনিশিয়ান পদগুলির জন্য পুনরায় আবেদন করার স্বাধীনতা রয়েছে এবং এ কারণে হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ বাতিল হওয়া সমীচীন।

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ কোন আইনগত প্রত্যাশার উদ্ভব করতে পারেনা এ যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ এর পক্ষে সচিব, শিল্প মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং

অন্য একজন বনাম ঢাকা স্টিল ওয়ার্কস লিমিটেড এবং অন্যান্য, ৪৫ ডিএলআর (এডি) ৬৯ এ রিপোর্টেড সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য বনাম মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং অন্য ৬৫ জন, ৫১ ডিএলআর (এডি) ১৪৮ মামলার সিদ্ধান্তের কথা ও উল্লেখ করেন। এ মামলায় এটা পরিলক্ষিত হয়ে যেঃ

> "যদি পিটিশনার কেবল একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজের বা তাদের বিভিন্ন বিভাগের কাছে রাখেন তবে এ ক্ষেত্রে রীট পিটিশনার এর অভিযোগ করার মতো কিছুই নেই"

বিচারপতি মুস্তাফা কামাল বলেছিলেন যে, যদি তাদের মধ্যে কিছু ব্যাক্তি নিয়োগ লাভ করে এবং অন্যদের নিয়োগ প্রদানে অস্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে তারা সরকারী কর্মসংস্থানে আইনগতভাবে অসমতা এবং বৈষম্যের অভিযোগ তুলতে পারেন।

রিট পিটিশনার-রেসপনডেন্ট নং-১ এর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জনাব সায়ীদ আহমেদ বলেন যে রীট-পিটিশনারগণ লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মতো কঠোর প্রক্রিয়া পেরিয়েছে এবং পদগুলির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত, সুতরাং তারা সর্বক্ষেত্রে ঐ পদগুলিতে নিয়োগ লাভের যোগ্য ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, কমিটির একজন সদস্য কেন সুপারিশটিতে স্বাক্ষর করেননি তা কেবল তিনিই জানেন, তবে বড় প্রমাণ হল যে রীট পিটিশনারগণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর পিটিশনারগণ তাদের নিজ নিজ পদ সমূহে নিয়োগ পাওয়ার বৈধ অধিকার লাভ করে।

আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের ব্যক্তব্য বিবেচনা করেছি, হাইকোর্ট বিভাগের তর্কিত রায় এবং আদেশ এবং নথিভুক্ত অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করেছি। হাইকোর্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেছে যে পিটিশনারগন লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে জিটিসিএল-এর উচ্চপদস্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি দ্বারা কম্প্রেসর অপারেটর এবং টেকনিশিয়ান

পদের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং এ কারণে ঐ কমিটির সুপারিশকে জিটিসিএল এর অভ্যন্তরীণ নোট বা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ।

হাইকোর্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করে যে, যদিও সুপারিশ বা এই জাতীয় কমিটি গঠনের বিষয়টি কোনও পর্যায়ে পিটিশনারগণের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে এটি অস্বীকার করা যায় না যে, কোন সরকারী সংস্থা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনায়নের জন্য নিয়োগের এ জাতীয় প্রক্রিয়া অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ মর্মে গোপন রাখতে পারেনা। অতএব, পিটিশনারগণ কোন না কোনভাবে কমিটির সেই সুপারিশ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিলেন"।

হাইকোর্ট বিভাগ এই অভিমত পোষণ করেন যে রীট-পিটিশনারগণ জিটিসিএল-এ তাদের নিয়োগের পক্ষে বৈধ অধিকার অর্জন করেছেন এবং সে কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিটি আইনগত ক্ষমতা ব্যতিরেকে করা হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেছে।

উপরোক্ত বিবেচনায়, আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, রীট পিটিশনারগণ জিটিসিএল-এ নিয়োগের বৈধ অধিকার অর্জন করেছিলেন মর্মে হাইকোর্ট বিভাগ এর অভিমত সঠিক ছিল না।

ফলশ্রুতিতে, হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নিষ্পত্তি করা হল।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।